সংবাদ

তারিখ 22 FEB 2010
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কিন্ডারগার্টেনে কীভাবে বিকৃত ইতিহাস পড়ানো হচ্ছে

কিছু কিন্ডারগার্টেনে এখনও কিছু বই পড়ানো হচ্ছে যেসব বইয়ে জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার প্রথম ঘোষক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এটা কী করে চলছে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কেন উদাসীন সেটা ভেবে আমরা বিস্মিত। স্বাধীনতার ঘোষক হিসেবে মেজর জিয়ার নাম রয়েছে এমন যে কোন প্রকাশনা বাজেয়াপ্ত করতে সরকারকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। সে আলোকে সংশোধিত নতুন পাঠ্যবইয়ে বঙ্গবন্ধুই স্বাধীনতা ঘোষণা করেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তদসত্ত্বেও জিয়াউর রহমানকে প্রথম স্বাধীনতা ঘোষণাকারী বলে ছাপা পুরনো বইগুলো কিছু কিছু কিন্ডারগার্টেন কীভাবে পড়াচ্ছে তার একটা তদন্ত হওয়া দরকার বলে আমরা মনে করি। এমনিতে এখনও পর্যন্ত স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধীরা নানা ধরনের বিভ্রান্তি ছড়ানোর প্রয়াস পাচ্ছে। যা বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মকে মহান স্বাধীনতাযুদ্ধ প্রশ্নে বিভ্রান্ত করছে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে খুন করার পর সামরিক স্বৈরতন্ত্র ও স্বাধীনতা-বিরোধীরা একত্রিত হয়ে মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতা, ইতিহাস-ঐতিহ্যকে নানাভাবে বিকৃত করছে। দীর্ঘ তিন দশকের বেশি সময় বিশেষ করে জিয়াউর রহমান প্রতিষ্ঠিত বিএনপি এবং তাদের সহযোগী জামায়াত আমাদের ইতিহাস ও সংবিধানকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। একটি জাতি বিকৃত ইতিহাস নিয়ে বেশি দূর এগুতে পারে না। আমরাও এগুতে পারিনি। বিএনপি-জামায়াত জোট জিয়াকে স্বাধীতার ঘোষক বলে যেভাবে আমাদের ইতিহাস বিকৃত করেছে তাতে জাতি হিসেবে আমাদের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়েছে।

জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষক পাঠ্যপুস্তকে এখনও তা অব্যাহত থাকা প্রসঙ্গে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন পদস্থ কর্মকর্তা বলেছেন, এ রকম কোন বই পড়ানোর খবর পাওয়া গেলে আমরা অবশ্যই বাতিল করব। আবার কিন্ডারগার্টেনের অনেকেই নতুন বই না পাওয়ার অভিযোগ করেছেন। 'কিন্ডারগার্টেনে ডেভেলপমেন্ট এসোসিয়েশনের মহাসচিব হাবিবুর রহমান মোল্লা নিজেও স্বীকার করেছেন, কিন্ডারগার্টেনে সাধারণ জ্ঞানের বিষয়ে একেক জায়গায় একেক প্রকারের বই পড়ানো হয়। এখানেও কর্তৃপক্ষের একটা সমন্বয়হীনতাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। কিন্ডারগার্টেন কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃত উদাসীনতার কারণে যেমন পুরনো বই ও 'জিয়া স্বাধীনতার প্রথম ঘোষক' বলে পড়ানো হচ্ছে তেমনি এদের দেখভাল করার সরকারি কর্তৃপক্ষের মধ্যেও রয়েছে অদক্ষতা ও দায়িত্বহীনতা।

আমরা স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কিত বিকৃতি রোধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। স্বাধীনতার প্রায় চার দশক পরে এবং বিশেষ করে আদালতের নির্দেশের পরও যদি আমাদের স্বাধীনতার ঘোষক কে কিংবা কে নয়, সেটা নিয়ে ভাবতে হয় তাহলে সেটা খুবই দুঃখজনক। স্বাধীনতা রক্ষার জন্য স্বাধীনতার প্রকৃত ইতিহাস জানা দরকার। আমরা আমাদের মহান স্বাধীনতার সংগ্রাম, ও তার অবিস্মরণীয় নির্মাতার ইতিহাসকে কোন কুচক্রিমহল বিকৃত করছে সেটা আর একেবারেই চাই না। স্বাধীনতার প্রকৃত ইতিহাস ভবিষ্যৎ বংশধরদের হাতে তুলে দেয়া আমাদের অবশ্য কর্তব্য।